বলিয়াই বুঝিতে হইবে। তোমাতে তাহাদের সুহৃদ্ভাব আছে বলিয়া তুমিও তাহাদিগকে সর্ব্বপ্রকারে রক্ষা করিয়া থাক।

শ্রীভগবানের ভক্তগণ নিজ প্রভু কর্তৃক রক্ষিত হইয়া যে বিঘ্নগণের মস্তকে পদধারণ করিয়া থাকেন, সেই বিষয়ে ১১।৪।১০ শ্লোকটি প্রমাণরূপে উল্লেখ করিতেছেন। যথা—

ত্বাং সেবতাং সুরকৃতা বহবোঽন্তরায়াঃ,
স্বৌকো বিলঙ্ঘ্য পরমং ব্রজতাং পদং তে।
নান্যস্য বর্হিষি বলীন্ দদতঃ স্বভাগান্,
ধত্তে পদং ত্বমবিতা যদি বিঘ্নমূর্দ্ধি॥

মদন, মারুত ও দেববধূগণ বদরিকাশ্রমে শ্রীনর-নারায়ণকে স্তুতি করিয়া বলিয়াছিলেন—হে প্রভো! যাহারা যজ্ঞস্থলে দেবগণকে হবি প্রদান করে, সেই সকল কর্ম্মীগণের প্রতি দেবগণ কোন বিঘ্ন আচরণ করেন না। কিন্তু যাহারা দেবতান্তরের অর্চ্চন করে না, একমাত্র তোমাকেই সেবা করে, তাহাদের প্রতি দেবগণ বহুল বিঘ্ন উৎপাদন করিয়া থাকেন। কারণ, দেবগণ মনে করেন—ইহারা এতদিন পর্য্যন্ত আমাদের পায়ের নীচে ছিল, এখন শ্রীহরিকে ভজনা করিয়া আমাদের মাথার উপরে শ্রীবৈকুণ্ঠে চলিয়া যাইবে; যাহাতে বৈকুণ্ঠে যাইতে না পারে, তাহার জন্য বিবিধ বিঘ্ন উৎপাদন করিব। কিন্তু তোমা কর্তৃক সেই ভক্তগণ সর্ব্বতোভাবে রক্ষিত হইয়া আগন্তুক বিঘ্নগণের মস্তকে পদধারণ করতঃ তোমার চরণকমল সমীপে উপস্থিত হন। শ্রীভগবদ্ভক্তগণ যে কখনও বিঘ্নের দ্বারা অভিভূত হন না, সেই বিষয়ে ১১।২।৩৫ শ্লোক প্রমাণরূপে উল্লেখ করিতেছেন। যথা—

যানাস্থায় নরো রাজন্ ন প্রমাদ্যেত কর্হিচিৎ।
ধাবন্ নিমীল্য বা নেত্রে ন স্খলেন্ন পতেদিহ॥

শ্রীকবি যোগীন্দ্র নিমি মহারাজকে কহিলেন—হে রাজন্! যে ভাগবত-ধর্ম্মে বিশ্বাস করিলে নরমাত্রে কখনও বিঘ্নের দ্বারা অভিভব প্রাপ্ত হয় না এবং শ্রুতি ও স্মৃতি জ্ঞানরূপ নেত্রদ্বয় নিমীলন করিয়া ধাবিত হইলে এই ভাগবত ধর্ম্মমার্গে কখনও স্খলন বা পতন নাই॥ ১২১॥

তথা—ন বৈ জাতু মৃষৈব স্যাৎ প্রজাধ্যক্ষ মদর্হণম্। ভবদ্বিধেষ্বতিতরাং ময়ি সংগৃভিতাত্মনাং॥ ১২২॥

ময়ি সংগৃভিতঃ সংগৃহীতো বদ্ধ আত্মা যেষাম্। তথা বাধ্যমানোঽপীত্যাদিকমপ্যত্রোদাহরণীয়ম্। প্রায়ো বাধ্যমানত্বং কদাচিত্তদ্ধ্যানাদিত আকৃষ্যমাণত্বমবগম্যতে। তথাপ্যনভিভূতত্বং, বেদ দুঃখাত্মকান্ কামান্ পরিত্যাগেঽপ্যনীশ্বর ইত্যাদিন্যায়েন।